গং সমাচার

রায়হান সাহেবের 'আবদুর রহমান গং' লেখাটি পড়ে ভাবলাম লিখতে জানি না তবুও লিখি। সমাজের অনেক অসঙ্গতি লিখতে না জানলেও অনেক সময় লিখতে বাধ্য করে। শায়েখ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাই বাংলাদেশে আত্মঘাতী জঙ্গিবাদের প্রচলক কিন্তু নিজেরা তাতে অংশগ্রহন করেন নাই। যেমন আমাদের দেশের নেতা নেত্রীরা জনগণ জনগণ বলে মুখ ফেনা ফেনা করেন কিন্তু কাজের বেলায়? হরতালের দিন নিজেরা রাস্তায় নামেন না, ছেলেমেয়েদেরকে নিজ দেশে পড়ান না কিংবা জনগণের ছেলেমেয়ের কথা একবারও ভাবেন না। নেতা নেত্রীরা সবাই দেশ ও দশের কল্যানের জন্য কাজ করছেন তাই আপনারা থাকেন সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। আবদুর রহমানের নির্দেশে যেখানে সারাদেশে বোমা হামলা হয়ে মানুষ প্রাণ হারায় সেখানে উনার গায়ে গরম পানি পড়লে উনাকে আহত করা হয়, মানবাধিকার লংঘন করা হয়। বেঁচে থাকার অধিকার আপনাদের, মানবাধিকার আপনাদের। মানুষ তো আপনারাই। আমরা তো কেবল সামান্য জনগণ।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে যখন দেখলাম আমাদের মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৫ সালের এইচ এস সি পরীক্ষায় জি পি এ ৫ প্রাপ্তদের জন্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন খুবই মজা লাগল। আমিও ২০০৫ সালে এইচ এস সি পরীক্ষা দিয়েছি। আমাদের পরীক্ষার সময়ে আমাদের জনদরদী নেত্রী শেখ হাসিনা আপনি কয়দিন হরতাল দিয়েছিলেন আপনার মনে পরে কি? আপনার দেয়া হরতালের কারণে কতগুলো পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করতে হয়েছিলো সে খবর নিশ্চয়ই আপনি রাখেন না। আপনি কি করে পারলেন সেই পরীক্ষার্থীদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে, তাদের সংবর্ধনা দিতে যারা পরীক্ষার আগের দিন পড়তে না বসে রাত দশটা অবধি টিভি সেটের সামনে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে পরদিন সকাল দশটায় তাদের পরীক্ষা হবে কি হবে না জানতে? বলবেন না যেনো পরীক্ষার কথা আপনি বা আপনার দলের কেউ জানতেন না। তবে এ ধ্রুবসত্য তো আর অস্বীকার করা যায় না যে বিরোধীদলে যে ই থাকেন না কেনো তারাই হরতাল ডাকেন। আর আমাদের মতো নির্বোধ জনগোষ্ঠী, আমাদের মঙ্গলের জন্যই ডাকা হরতালের মর্ম বোঝে না।

এ সব লিখে আর কি লাভ? এই অভাগা দেশে আমরা নির্বোধ সাধারণ জনগণ। আমরা নিতান্তই কয়েক পিছ আল্লাহর মাল। যাদের বেঁচে থাকা আপনাদেরই দয়ার উপর নির্ভর করে, মরে যাওয়া মানেও আপনাদের জন্য তৈরী করে যাই একটা নতুন কোনো ইস্যু। আমরা বেঁচে থাকলেও এই দেশে, মরে গেলেও এই দেশে। আপনাদের চিকিৎসা এ দেশে হয় না, ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা এ দেশে হয় না, শাড়ী গহনা, মেক-আপ সবই লাগে বিদেশী। উন্নয়নের জোয়ারে দেশ আজ শুধু ভাসছে না দেশের মানুষ ডুবে মরছে। সরকারি দল ও দেশের উন্নতি চান, বিরোধীদলও দেশের উন্নতি চান। দেশের মানুষের কথা ছাড়া কেউই কিছু ভাবতে পারেন না। হয়তো তাদের অতিরিক্ত মঙ্গল কামনাই আমাদের দুর্দশার কারণ।

দেশের নির্বোধ জনগোষ্ঠীর একজন।

সামিয়া হোসেন
০৬।০৩।০৬